কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 31 MAR 2018 ...
পৃষ্ঠা ...১৬... কলাম ...২...

# জেএসসি রেজিস্ট্রেশন ফি বাণিজ্য

কুদ্দুস বিশ্বাস, রৌমারী (কুড়িগ্রাম) ▷

জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন করাতে জনপ্রতি পাঁচ গুণ অতিরিক্ত ফি আদায় করছে মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানরা। শিক্ষা বোর্ডের নিয়ম অনুসারে শিক্ষার্থীপ্রতি রেজিস্ট্রেশন ফি ১০০ টাকা। সেখানে আদায় করা হচ্ছে ৭০০ টাকা পর্যন্ত। এ বছর কুড়িগ্রামের রৌমারী ও রাজীবপুর উপজেলার শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অষ্টম শ্রেণির প্রায় আট হাজার শিক্ষার্থী জেএসসি পরীক্ষার জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছে। এ হিসাবে শিক্ষা বোর্ডের নির্ধারিত ফি ছাড়াও অবৈধভাবে আদায় করা হচ্ছে ৩২ লাখ টাকার ওপরে।

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অনিয়ম, দুর্নীতি ও শিক্ষার মানোন্নয়নে দেখভাল করার জন্য উপজেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস ও কর্মকর্তা থাকলেও দুর্নীতির বিষয়ে তাঁরা কিছুই বলেন না। অভিযোগ দিলেও তাঁরা কার্যকর ব্যবস্থা নেন না। স্কুলের শিক্ষার্থীরাও তাদের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কথা বলতে চায় না। এর ফলে প্রতিষ্ঠানপ্রধানরা প্রকাশ্যে দুর্নীতি করে চলছেন।

দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে দেখা গেছে, জেএসসি পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন ফি ধরা হয়েছে জনপ্রতি ১০০ টাকা। বিলম্ব ফিসহ ১৩৫ টাকা। কুড়িগ্রামের রৌমারী ও রাজীবপুর উপজেলার জেএসসি পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের শেষ সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে ৬ এপ্রিল। বোর্ডের নির্ধারিত ওই ফির এক টাকাও বেশি নিতে পারবে না শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো।

সরেজমিনে গিয়ে অনুসন্ধান ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, জেএসসি পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন করতে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ৫০০ আর প্রাইভেট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ৭০০ টাকা নিচ্ছে। রৌমারী সদরে অবস্থিত রৌমারী সি জি জামান উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণিতে শিক্ষার্থী রয়েছে ৬৫০ জন। এখানে রেজিস্ট্রেশন ফি হিসাবে জনপ্রতি নেওয়া হচ্ছে ৫০০ টাকা। বোর্ডের নির্ধারিত ফির চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি। এ হিসাবে অবৈধ নেওয়া হচ্ছে প্রায় আড়াই লাখ টাকা। চরশৌলমারী উচ্চ বিদ্যালয়ে জেএসসি পরীক্ষার জন্য রেজিস্ট্রেশন করছে ৩৫০ জন। এখানেও জনপ্রতি ৫০০ টাকা করে আদায় করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে রৌমারী সি জি জামান উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবু হোরায়রা বলেন, 'আমাদের নানা রকম খরচ রয়েছে। একাধিকবার শিক্ষা বোর্ডে যাতায়াত করতে হয়। অনলাইন খরচ রয়েছে। তা ছাড়া আমরা রসিদের মাধ্যমে ওই ফি নিই।'

দাঁতভাঙ্গা স্কুল অ্যান্ড কলেজে অষ্টম শ্রেণিতে ২৫০ জন এবং দাঁতভাঙ্গা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৮০ জন পরীক্ষার্থী। এ দুই প্রতিষ্ঠানেই রেজিস্ট্রেশন ফি নেওয়া হয়েছে ৭০০ টাকা করে। তা ছাড়া কীর্তিমারী এলাকায় প্রাইভেট স্কুল আলামিন একাডেমি ও বায়েজিদ একাডেমি নিচ্ছে ৭০০ টাকা করে। এ প্রসঙ্গে প্রতিষ্ঠান দুটির অধ্যক্ষ হাফিজুর রহমান ও সাইদুর রহমান জানান, তাঁদের প্রাইভেট স্কুল। তাঁরা সরকারি বেতন-ভাতা পান না। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করা টাকায় তাঁদের সংসার চলে। এ কারণেই তাঁরা কিছু টাকা বেশি নিচ্ছেন।

- লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন প্রধান শিক্ষকরা
- পাঁচ গুণ বেশি নেওয়া হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন ফি

খোঁজখবর নিয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে, রৌমারী ও রাজীবপুর উপজেলার সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত রেজিস্ট্রেশন ফি আদায় করছে। মাদরাসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আরো বেশি দুর্নীতি হচ্ছে। তারা শিক্ষার্থীপ্রতি ৭০০ টাকা করে নিচ্ছে। রাজীবপুরের নয়াচর ইসলামী ফাজিল মাদরাসার অধ্যক্ষ আনোয়ার হোসেন অষ্টম শ্রেণিতে রেজিস্ট্রেশন ফি আদায় করছেন এক হাজার টাকা করে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মাধ্যমিকের এক সহকারী প্রধান শিক্ষক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, রেজিস্ট্রেশন ফির নামে যে বাড়তি টাকা নেওয়া হচ্ছে, তা প্রতিষ্ঠানের ঘাড়ে চাপানো যাবে না। কারণ ওই বাড়তি ফির এক টাকাও প্রতিষ্ঠান পাবে না। তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো দুর্নীতি করছে, তা বলা উচিত নয়। বলতে হবে প্রতিষ্ঠানপ্রধানরা দুর্নীতি করছেন। রেজিস্ট্রেশন, বিভিন্ন পরীক্ষা, ফরম পূরণ ও ভর্তি ফির নামে অতিরিক্ত যে অর্থ ওঠানো হয়, ভুয়া ভাউচার দেখিয়ে তা প্রধান শিক্ষক একা ভোগ করেন। এ বিষয়ে সাধারণ শিক্ষকরা কোনো প্রতিবাদ করতে পারেন না। স্বচক্ষে দুর্নীতি দেখেও সব মুখ বুজে সহ্য করতে হয়। একজন প্রধান শিক্ষক এভাবে প্রতিবছর প্রতিষ্ঠান থেকে অবৈধভাবে আয় করেন ২০ লাখ টাকার ওপর।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানদের দুর্নীতি প্রসঙ্গে জানতে চাইলে রৌমারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শাহালম পারভেজ বলেন, 'আমাদের কাছে তো কেউ অভিযোগ করে না। লিখিত অভিযোগ না পেলে প্রতিষ্ঠানপ্রধানের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারি না।'

এদিকে আগামী ২ এপ্রিল এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। এর আগে কুড়িগ্রামের রৌমারী ও রাজীবপুর উপজেলার উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রবেশপত্র বিতরণে জনপ্রতি ৫০০ টাকা করে নিচ্ছে। টাকা ছাড়া কাউকে প্রবেশপত্র দেওয়া হচ্ছে না। অথচ শিক্ষা বোর্ডের নিয়ম অনুসারে প্রবেশপত্র বিতরণের সময় কোনো টাকা আদায় করা যাবে না। কলেজের অধ্যক্ষ প্রকাশ্যে ওই অবৈধভাবে টাকা আদায় করলেও উপজেলা প্রশাসন বা শিক্ষা বোর্ড কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

প্রবেশপত্র বিতরণের সময় কেন অর্থ আদায় করা হচ্ছে—এমন প্রশ্নের জবাবে রৌমারী ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ সামিউল ইসলাম জীবন বলেন, 'ফরম পূরণের সময় কেন্দ্র ফি নেওয়া হয়নি। আমরা সেই টাকা আদায় করছি।'

পরীক্ষার্থীরা বলছে, ফরম পূরণের সময় সব ফি পরিশোধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে রাজীবপুর ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ইউনুস আলী বলেন, 'সব শিক্ষার্থীর কাছেই আমাদের বকেয়া রয়েছে। প্রবেশপত্র দেওয়ার সময় সেই বকেয়া আদায় করছি।'